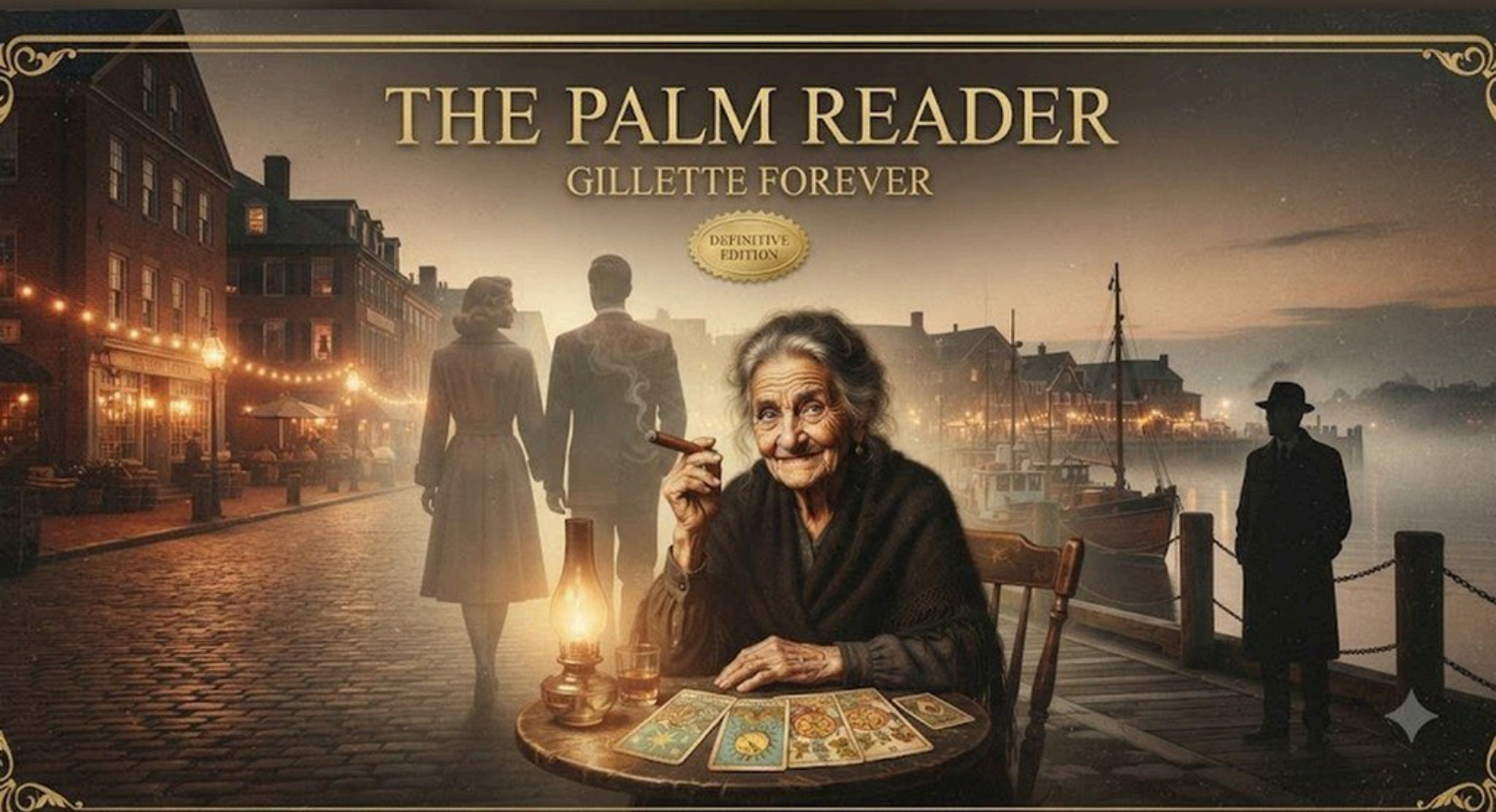


THE PALM READER

GILLETTE FOREVER

DEFINITIVE
EDITION



Wall Street-এর হস্তরেখাবিদ — পরবর্তী পর্ব

কয়েক দিন আগে বস্টনে বিরানবই বছরের সেই পর্তুগিজ হস্তরেখাবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার নীরবতার ভেতরে রেখে গিয়েছিল একটা চমক আর একটা মধুর স্মৃতি, সঙ্গে এমন এক হাসি যা মুখে কিছু বলত না কিন্তু সব সময় একই কথা ভাবত: আর এখন এমন কী ঘটবে, যা আমি আগেই আঁচ করে রাখিনি?

গুটবিদ্যা, পিথাগোরাস আর তাঁর জ্যামিতির ভেতরে, গত তেত্রিশ বছর ধরে ছিল আমার সাংস্কৃতিক ভিত। জাদু, সাদা হোক বা কালো, তার সঙ্গে আমার কখনও সত্যিকারের দেখা হয়নি — আমি তাকে ব্যবহার করেছি পরিহাসের ছলে, মহৎ উদ্দেশ্যে, শুধু রাশিফল আর রাশিচক্র পড়ার কাজে। রোজ সকালে খবরের কাগজের ছোট ছোট কলামগুলো পড়তে কিছুই লাগত না, আর তাদের উপযোগিতা আমি তাক করতাম শুধু একটাই জিনিসের দিকে: সুন্দরী, অসম্ভব নারীদের জয় করা, সেই নারীরা যারা বলত তারা পুরুষের অপেক্ষায় নেই, অথচ সব সময় খুঁজত অবিকল আমার মতো একজনকে।

সেই সন্ধ্যায় আমি হোটেলে ফিরলাম, টুয়েলফ্থ স্ট্রিটে — যদিও ওটা আসলে শহরের কোনও ঠিকানা ছিল না, ওটা আসলে আমিই, রেস্টোরাঁ থেকে আমার শোয়ার জায়গা পর্যন্ত ব্লকের সংখ্যা গুনে রাখতাম, যাতে হারিয়ে না যাই।

রাতের খাওয়া বরাবরের মতোই, বছরের পর বছর ধরে — MAIN-এ লবস্টার দেওয়া আমার লিঙ্গুইনে আমি কিছুতেই ছাড়তাম না, সেই জাতের যেটা ইংরেজি বলত, অথচ আমারটা বলত আফ্রিকান্স আর সব সময় বোঝা যেত না, আফ্রিকার উপজাতীয় ভাষা আর ওলন্দাজের মিশেল।

ওয়াইন নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না: প্রতি বেলায় এক গ্লাস, সব সময়, লাল, ইতালীয় — জিভ আর কিছু চাইত না। কিন্তু তাল যখন ঠিক করে দিত পকেট, তখন ওটা ছেড়ে কলের জলে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকত না।

আমার ঘরটা ছিল সুন্দর, এমন সব সুবিধায় ভরা যেগুলো বন্ধই থাকত — একটা পুল, একটা গল্ফ কোর্স, একটা স্না, একটা মাসাজের ঘর, দুজন সোনালিচুলো নারী আর দুজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী আর একজন লালচুলো, একটা শীতের বাগান, সবটাই ভাঁজ করে ঢোকানো একটিমাত্র ছবির ভেতরে, যেটা ধাঁধার মতো বুলছিল ঢোকানোর মুখে।

আর তারপর সেই এক জনের খাট, যাতে পাশ ফিরলেই স্প্রিংগুলো আতর্নাদ করে উঠত, ফুটোয় ভরা একটা লাল আরামকেদারা, একটা ছোট টেবিল — সবই দামের মধ্যে ধরা, রাতপিছু কয়েক ডলার, ঢোকানোর আগেই মিটিয়ে দিতে হত।

বাথরুমটাই ছিল সেরা জিনিস — ইতিহাসের প্রথম সত্যিকারের আগাম-হাঁক-দেওয়া বাথরুম। শুধু চেষ্টা করে বলতে হত: খালি আছে? দশ সেকেন্ডের মধ্যে কেউ সাড়া না দিলে ওটা তোমার — করিডরে একটাই জায়গা,

কুড়িটা ঘরের জন্য, নারী-পুরুষ সবার, যাতে বৈষম্য তৈরি না হয়।

তখন রাত 10:34। আমি ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়ব পড়ব করছি, এমন সময় দরজায় টোকা শুনলাম। ভাবলাম কেউ ভুল ঘরে এসেছে, তাই উঠলাম না। তারপর আরেকটা টোকা পড়ল, আর ঘড়িতে তখন রাত 2:46 — সময় নিজের মতো এগিয়ে চলেছে, কেউ টেরও পায়নি।

দরজা খুলতে উঠলাম, দেখি কেউ নেই। খাটের দিকে ফিরতেই দেখি, আমার লাল আরামকেদারায় কেউ একজন বসে আছে। ফ্র্যাংগা, সে বলল, অবশেষে তোমাকে খুঁজে পেলাম।

তার অবয়ব ঝাপসা, মানুষের মতো নয়, যেন একটা প্রতিবিম্ব। বোঝার চেষ্টা করলাম, এটা কোনও হলোগ্রামের ভেতরের কারসাজি কি না। তা প্রমাণ করার মতো কিছুই পেলাম না।

খুঁজে লাভ নেই, আমি কে তা বের করার চেষ্টা করেও লাভ নেই — সে কষ্টটা তোমাকে করতে দেব না। আমি সেই ভূত, যার সঙ্গে হস্তরেখাবিদের ওখানে তোমার দেখা হয়েছিল, আর আমি এসেছি Gillette গাথার 15 নম্বর খণ্ডের শেষটা জানতে। বদলে তোমার GILLETTENARRATIVE-এর জন্য তোমাকে দুটো গোপন কথা দেব।

এ গল্প কাউকে বললে আমাকে তৎক্ষণাৎ বস্টন হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিত। তাই আমি খেয়াল রেখেছি যাতে কোনওদিন কাকপক্ষীকেও না বলি।

15 নম্বর বইয়ের শেষ অংশটা এই:

দুই কিউবান নারী, মা আর মেয়ে, তরুণী আর সুন্দরী, দুজনেই — আলাদা সময়ে, আলাদা ভাবে — আমার সঙ্গে একা থাকার, কথা বলার জায়গা করে নিয়েছিল, আর দুজনেই সেখান থেকে বেরিয়েছিল টলে গিয়ে।
দুজনেই একই জিনিস চাইত: আমাকে বিয়ে করতে।

আমি কখনও বিয়ের আংটি পরিনি, আঙুলের একটা জন্মগত ত্রুটির কারণে, যা 1993 সালে আমার বিয়ের আগেই প্রত্যয়িত — আর আমার স্ত্রী আমার এই খুঁতটাও মেনে নিয়েছিল। এক সকালে আমি কিউবা ছাড়লাম। কোনও রিজার্ভেশন ছাড়াই ইতালির প্রথম ফ্লাইটটা ধরলাম — যে ওসব জায়গা চেনে সে অসুবিধেটা কল্পনা করতে পারবে, কিন্তু আমি কীভাবে সেটা সামলেছিলাম তা কখনও পারবে না — আর নারী দুজনকে, এক এক করে, একান্ত গোপনে, বলে এলাম যে শিগগিরই ফিরব, যে ওদের বিয়ে করব।

তা আর কখনও ঘটেনি।

ভেবেছিলাম একদিন ওরা আমাকে আর আমার প্রতিশ্রুতিগুলো ভুলে যাবে। কিন্তু না: ওরা ঠিক করল ওরুল্লার আফ্রিকান ধর্মের এক আইফাকে ভাড়া করবে, অশুভকে ডেকে আনতে আর আমার ওপর মৃত্যুর অভিলাষ চাপাতে — সেই জাতের, যাতে টাকা ফেরত হয় না।

আর সেটা কাজও করছিল। আমাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল নিবিড় পরিচর্যা, মৃত্যুর সদর-দেউড়িতে, যখন ধরা পড়ল হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পাঁচ শতাংশের নিচে, ফুসফুসে জল, শ্বাসকষ্ট — আর রিপোর্ট আমাকে বাঁচার

জন্য দিল ছত্রিশ ঘণ্টা, বড়জোর।

শেষকৃত্যের কোম্পানিও এসে পড়ল, আর কফিনটা নামিয়ে রাখল খাটের পাশে। আমি সবটাই দেখলাম।

একটা শ্বাস ঠেলে বের করার শক্তিও আমার আর ছিল না। তখনও লেখার কথা আমার মাথায় আসেনি।

সবকিছু তৈরি বলেই মনে হচ্ছিল। সবকিছু এগোচ্ছিল কালো জাদুর আচার মেনে, এমন সময়, তেত্রিশ ঘণ্টা পরে, আমি খাট থেকে উঠলাম, সব ক’টা নল টেনে খুলে ফেললাম, আর রাতপোশাক পরেই ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হাঁটলাম, কলিং বেল বাজলাম, আর আমার স্ত্রী মুর্ছা গেল। ওকে বললাম *pasta e fagioli* বানাতে, আমার খিদে পেয়েছে। কুড়ি মিনিট পরে *Carabinieri* এসে কলিং বেল বাজাল, হাসপাতাল ওদের খবর দিয়েছিল।

ওরা মরা লোকটাকে খুঁজছিল, আর যখন বললাম সে লোক আমিই, ওরা নিজেদের বিচি চেপে ধরল আর চলে গেল।

অতিথিকে বলার সময় এল যে এটাই শেষের একটা অংশ, আর এত রাত হয়েছে বলে আমি তাকে চলে যেতে বলছি। সে হাসল: আমার তোমাকে কী বলার আছে, তা জানতে তোমার কৌতূহল হচ্ছে না?

আমি বললাম, না — কারণ কৌতূহল মেয়েলি জিনিস। মেয়েরা ওটা পরে অন্য মেয়েদের হারাতে। আর আমার মা আমাকে বরাবর একটা কথাই বলতেন: নারীর মনের ভেতরে পুরুষ হয়ে থেকো।

ফের্দিনান্দো